নারীপ্রশ্নে সংবাদের অ্যাজেন্ডা সেটিং অভ্যাসবশত নির্ধারিত??

উদিসা ইসলাম

সাধারণত সংবাদপত্রগুলো নারীপ্রশ্নে গতানুগতিক থাকার চেষ্টা করে। সমাজে নারীর যে প্রচলিত ধারণা তার বাইরে নারী নিউজ হয়, তবে তার পরিমাণ কম। নারী নির্যাতনের শিকার হলে, নারী সমাজবিচ্যুত হলে, নারী অবমাননাকর পরিস্থিতিতে পড়লে তা নিউজ হয়ে ওঠে। আবার কখনো একটি বিষয় নিউজ হবার পর সেটা সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিলে সেটার বেশি বেশি নিউজ হয়। সেসময় পত্রিকা দেখলে মনে হবে, এই সুনির্দিষ্ট ইস্যু ছাড়া নারীর কোনো ইস্যু এখন সমাজে উপস্থিত নেই। আর কোনো একটি বিষয়কে, কোনো একটি সময়ের জন্য চয়েস করে দেয়ার দায়িত্বটা কার কাঁধে? গণমাধ্যমের। এখানে একটি সময়ের জন্য চয়েস করে দেয়া কোনো একটা নিউজ নিয়ে মূলত সংবাদপত্র মাধ্যম নিয়েই কথা বলার চেষ্টা করব।

খোঁজ নিলে দেখবেন, একসময় গরুর তরল দুধে মেলামাইন মিশ্রণের খবর পাওয়া যায়। পত্রিকার পাতা উলটে দেখা গেছে, ১৫ দিন যাবৎ এ নিয়ে নানা নিউজ ছাপা হয়েছে। রোজই কোনো-না-কোনো অঞ্চলে দুধে ম্যালামাইন শনাক্ত হওয়ায় লিটারের পর লিটার দুধ ফেলে দেয়ার ছবিও ছাপানো হয়েছে। তারপর? তারপর কোনো জেলা থেকেই এমন কোনো খবর আর আসে নি, ছাপাও হয় নি। আমরা কি দাবি করছি যে, দুধে আর ম্যালামাইন নেই? মাছে ফরমালিন পাওয়া যাচ্ছে। মাছ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। আধমাস একমাস ধরে দেশের নানান অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সেই নিউজই পাঠালেন, তারপর হঠাৎই ফরমালিন-বিষয়ক নিউজ নেই হয়ে গেল। সেই নিউজ এখন আর নেই। কেন নেই? এখন কি মাছে ফরমালিন দেয়া বন্ধ? না, এসবের কিছুই বন্ধ হয় নি। পত্রিকার পাতায় বন্ধ হয়েছে মাত্র। এই যে হুট করে ইস্যুগুলোর আসা এবং হুট করেই তার নেই হয়ে যাওয়া, এ নিয়ে বেশ কয়েকটি পত্রিকার কর্মীদের সাথে আলাপ করে যেটুকু জানা গেছে, তা হলো— ওই বিষয়গুলো এখনো বর্তমান, সেটা তাঁরা জানেন। যখন পত্রিকা কোনো একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়, তখন প্রতিনিধিরা টের পান যে, এ ধরনের নিউজ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হবে। ফলে তারা খোঁজখবর রাখেন ও পাঠান এবং পত্রিকাগুলোও যথারীতি সেগুলে ছাপে। এটা তাঁদের চাকরির অংশ। পত্রিকা তো আর একটা জিনিস নিয়েই মেতে থাকবে না। তাকে নতুন নতুন বিষয় দিতে হবে। তা না হলে পাঠক হাতছাড়া হবে যে! আর এ কারণে প্রতিনিধিরাও তখন এসব খবর পাঠান না।

এবার আসি মূল আলোচনার বিষয়ে। প্রসঙ্গ ইভটিজিং বা উত্ত্যক্তকরণ। ২০১০ সালের ২ থেকে ৩ মাস এটা একটা ঘটনাই ছিল বটে। সে সময়ের পত্রিকা দেখলে মনে হবে, এর আগে দেশে এ জিনিস ছিল না। ২০১০ সালের অক্টোবর টু নভেম্বর প্রতিদিন গড়ে এ বিষয়ে ৩টি নিউজ গেছে। প্রতিদিন ইভটিজিং-এর সংবাদ যতটা না গুরুত্ব পেল, ইভটিজিং-এর কারণে নিহত-আহতের ঘটনার সংবাদ জায়গা নিতে থাকল তারচে' বেশি। সেগুলো ঠেকাতে সরকার অনেক পদক্ষেপ নেয়ার কথা বিভিন্ন সভায় বলল, এনজিওগুলো তাদের কর্মসূচি (মানববন্ধন, সেমিনার) চালাতে লাগল। সরকার একটা ভ্রাম্যমাণ আদালতও করল। তবে সেটা ঢাকাকেন্দ্রিক। তখন এত কিছু ঘটল, অথচ এখনকার পত্রিকা দেখলে মনে হবে, এখন আর দেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে না। মনে হবে, ওই সভা-সেমিনার-ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারণে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। মানে দাঁড়াল এই যে, ইভটিজিং জিনিসটা আগে ছিল না, মাঝে উদয় হলো, এখন আবার নেই। এখন ইভটিজিং-এর ঘটনার বিরোধিতা অভিভাবকরা করতে চান না। ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপন চেষ্টাটা গণপরিসরে মানিয়ে নিতে পারা সম্ভব হয় নি। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে অভিযোগ তুললে মেয়েটি সামাজিকভাবে হেয় হবে ভেবে কোনো অভিযোগ তুলতেই অভিভাবকরা রাজি নন।

সেই ইভটিজিং একটা ইস্যু হয়ে উঠল সংবাদপত্রের হাত ধরে। প্রকাশিত খবরগুলো কিছুদিনের ভিতরই একরূপ পেয়ে গেল; যেখানে পত্রিকার কোনো ভেদাভেদ রইল না। দুটি খবরের উপস্থাপন দেখি। অনুসিদ্ধান্ত হলো : ইভটিজিং-এর সংবাদে ব্যবহৃত ভাষা সব পত্রিকাতেই এক (কম-বেশি)।

আবারও ইভটিজিংয়ের বলি ত্রিশালের কলেজছাত্রী

শীর্ষ নিউজ.কম

ইভটিজিংয়ের কারণে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাউথকান্দার রায়ের গ্রামে আরও এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। গত রাতে এ ঘটনা ঘটে। উচ্চ মাধ্যমিক প্রথমবর্ষের ছাত্রী নিহত রিপা রানী বর্মণের (১৯) বাবার নাম অমূল্য চন্দ্র বর্মণ। একই গ্রামের মনোরঞ্জন বর্মণের বখাটে ছেলে রাজু চন্দ্র বর্মণ কলেজে যাওয়া আসার পথে রিপাকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করত। একপর্যায়ে রিপার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তার পরিবারে নেমে আসে হতাশা। রিপার বাবা এ ব্যাপারে রাজুর বাবার কাছে অভিযোগ করলেও কোনো কাজ হয়নি। এতে রিপার মানসিক চাপ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে তা সইতে না পেরে গতকাল রাতে বিষপান করে রিপা। পরে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

এ ব্যাপারে ত্রিশাল থানায় একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। তবে ঘটনার পর থেকে ইভটিজার রাজু বর্মণ এবং তার প্ররোচনাকারী চিত্তরঞ্জন বর্মণ ও শ্যামল চন্দ্র বর্মণ পলাতক রয়েছে। *বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০*

ইভটিজিং : প্রতিবাদ করায় এবার প্রাণ হারালেন নানা

জেলা প্রতিনিধি
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম.বিডি

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার নলেয়া গ্রামে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় বুধবার সকালে একজনকে গলাটিপে হত্যা করেছে বখাটেরা। পুলিশ বখাটেদের ধরতে না পারলেও দুপুরে একজনের বাবাকে আটক করেছে।

পুলিশ ও মৃতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, নলেয়া গ্রামের বখাটে মোস্তফা (১৭) ও রিপন (১৮) বুধবার সকাল ৮টার দিকে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভূরুঙ্গামারী কিশলয় বিদ্যানিকেতনের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করে। এসময় বখাটেরা ছাত্রীকে উদ্দেশ করে 'আই লাভ ইউ'সহ নানা ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে চিৎকার দেয়। এ সময় ছাত্রীর নানা আব্দুস সোবহান (৫৩) বখাটেদের অশালীন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলেন। এতে বখাটেরা ক্ষিপ্ত হয়ে আব্দুস সোবহানকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে গলা চেপে ধরে। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। *নভেম্বর ১৭, ২০১০*

গণমাধ্যম গতানুগতিকতাকেই উৎসাহিত করে, বিশেষত নারীকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্র ও পর্নোগ্রাফিতে নারীর প্রতি বৈষম্য লক্ষ করা যায়। একথা কেন বলছি? এসব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি অতিরিক্ত সহিংসতা প্রদর্শন করা হয়। বিনোদনের অন্যান্য অনুষ্ঠান, যেখানে নারীকে শুধু প্রথাগত ভূমিকা, যেমন সেক্রেটারি, শিক্ষক, নার্স ইত্যাদি হিসেবে তুলে ধরা হয়, সেগুলোও সমান অবমাননাকর। টেলিভিশনে নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, সমাজের একটি বিরাট অংশ নারীকে শুধু সেভাবেই ভাবতে পারে। যেভাবে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করলে বেশি পণ্য বিক্রি হবে বা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে, নির্মাতারা নারীকে বিজ্ঞাপনচিত্রে সেভাবেই উপস্থাপন করে। বিজ্ঞাপনচিত্রে পুরুষের তুলনায় নারীকে তিনগুণ বেশি ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই গতানুগতিকভাবে দেখানো হয়।

আর নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের সহিংসতার ক্ষেত্রে? তখন সংবাদপত্র একই ঘটনা বারবার ঘটায়। পাঠক যে নিউজটা যেভাবে পড়তে চায়, সেভাবেই তা তার সামনে হাজির করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় এমন একটা সময় আসে, যখন পাঠক আর সেই জিনিসটা কোনোভাবেই পড়তে চায় না। তখন পত্রিকা অন্য ইস্যু খোঁজে। নতুন অ্যাজেন্ডা নির্ধারিত হয়।

এবার দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক প্রথম আলোর একটি ইভটিজিং-বিষয়ক সংবাদ পড়ে দেখা যাক। একটি সংবাদের ভিতর দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে; এবং দুটি ঘটনা পড়লেই বোঝা যাবে, চাইলে সুড়সুড়িমূলক শব্দ (যেসব শব্দ সেই ঘটনাস্থলে আমাদের হাজির থেকে বিবৃত হওয়ার সুখ দেয়) ব্যবহার থেকে দূরে থাকা যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ১২ জানুয়ারি ২০১১

এক. এক নারীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে সেনা কর্মকর্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল রাতে রাজধানীর মৌচাক মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিবলী নোমান প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার করা ওই সেনা কর্মকর্তা ময়মনসিংহ সেনানিবাসে কর্মরত। ঢাকায় ছুটিতে এসেছেন। রমনা থানার পুলিশ জানায়, রাত পৌনে আটটার দিকে ওই সেনা কর্মকর্তা মৌচাক মার্কেটের কাছে একজন নারীকে উত্ত্যক্ত করেন। এ সময় মার্কেটের আশপাশের লোকজন এ দৃশ্য দেখে তাঁকে আটক করেন। সেখানেই ওই কর্মকর্তা কান ধরে ওঠবস করেন। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। ওই নারী এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগও করেন। পুলিশ আরও জানান, ঘটনার সময় ওই কর্মকর্তা মদ্যপ ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। তাঁকে মিলিটারি পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হবে।

দুই. এদিকে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় গতকাল মঙ্গলবার ইভটিজিংয়ের দায়ে সুবেল নামের এক বখাটে যুবককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গেন্ডারিয়া থানার উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে জানান, ইভটিজিংয়ের শিকার নারী একটি পোশাক কারখানার কর্মী। গতকাল তিনি যথারীতি নিজ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ওই সময় গেন্ডারিয়ার সতীশ সরকার রোড এলাকার বখাটে সুবেল তাঁর গতিরোধ করে ও কুপ্রস্তাব দেয়। এতে রাজি না হওয়ায় সুবেল ও তার সাত-আটজন সঙ্গী ওই নারীকে টানা-হেঁচড়া শুরু করে। ওই সময় স্থানীয় জনগণ সুবেলকে আটক করে টহল পুলিশে দেয়। পরে সুবেলকে গেন্ডারিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হলে ওই নারী তার বিরুদ্ধে ইভটিজিংয়ের লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সুবেলকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

পুলিশ জানায়, সুবেল তিন মাস ধরে ওই নারীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। সে গেন্ডারিয়ার সতীশ সরকার রোডের ৩৩/এ/১৩ নম্বর বাসায় থাকে।

উপরের সংবাদটির ভিতরে দুটো ঘটনা আছে। একটি মৌচাকের একটি গেন্ডারিয়ার। প্রথমাংশ একনাগাড়ে পড়ে ফেলা যায়। এখানে কোনো কালির দাগ দেয়ার দরকার পড়ে নি। ওখানে এমন কিছু লেখা নেই, যা আপত্তিকর মনে হবে। প্রথম আলো

সংবাদপত্রটি মুখে নারীপ্রশ্নে যতটা সততার কথা শোনা যায়, ততটা এই প্রথম অংশে দেখা যায়। কিন্তু ঠিক পরের অংশেই বিষয়টি পালটে যেতে দেখে বোঝা যায়, প্রথম আলোও অন্যান্য পত্রিকার বাইরে না। তাদেরও নারীপ্রশ্নে সেই একই শব্দ ব্যবহার করতে হয়— কুপ্রস্তাব, সাত-আটজন মিলে টানা-হেঁচড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম অংশটিতে আপত্তিকর কিছু না-থাকার কারণ আছে। কারণ ঘটনার সাথে জড়িত দুইপক্ষের একটি হলো ক্ষমতা (সেনাবাহিনী), আরেকটি হলো কমিউনিটি ফিলিং (সাংবাদিক নারী, যাঁকে তাঁরা চিনতেন)। এসব নিয়ে কথাই উঠত না, যদি পরের অংশে এই শব্দগুলো না-থাকত— 'বখাটে সুবেল তাঁর গতিরোধ করে ও কুপ্রস্তাব দেয়', 'ওই নারীকে টানা-হেঁচড়া শুরু করে', 'গেন্ডারিয়ার সতীশ সরকার রোডের ৩৩/এ/১৩ নম্বর বাসায় থাকে'।

এবার দেখি আমার দেশ পত্রিকা এই সেনা কর্মকর্তার সংবাদটা কীভাবে প্রকাশ করল।

ইভটিজিংয়ের দায়ে সেনা কর্মকর্তা গ্রেফতার

মেডিকেল রিপোর্টার, ১২ জানুয়ারি

এবার ইভটিজিংয়ের অপরাধে আটক করা হয়েছে এক সেনা কর্মকর্তাকে। গত রাতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল হাসান (৪৪) নামের ওই সেনা কর্মকর্তাকে জনতার রোষানল থেকে আটক করে রমনা থানা পুলিশ। ...

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, গত রাত সাড়ে ৮টার দিকে দৈনিক সকালের খবরের (প্রকাশের অপেক্ষায়) সিনিয়র রিপোর্টার অনিমা ইসলাম ও তার স্বামী আরিফ রেজা মৌচাক মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় ময়মনসিংহ সেনানিবাসের ৮ ডগের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল হাসান মদ্যপ অবস্থায় অনিমা ইসলামকে কুপ্রস্তাব দেয় ও তার সঙ্গে গাড়িতে যেতে বলে। এ সময় অনিমা ইসলামের স্বামী ও আশপাশের লোকজন ওই সেনা কর্মকর্তাকে জাপটে ধরে। পরে রমনা থানার এসআই জহির জনতার রোষানল থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান...

সংবাদটিতে সঠিক তথ্য আদৌ আছে কি না সেটা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

১. ঘটনার শিকার সংবাদকর্মীর নাম ভুল দেয়া হয়েছে। অনিমা ইসলাম ভুল নামটি তিনবার ব্যবহার করা হলো। অভিযোগকারী থানায় নিজ নামে ওই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর নামটি ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু হয়েছে।

২. কুপ্রস্তাব দেয় ও তার সঙ্গে গাড়িতে যেতে বলে। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কোনো গাড়ি ছিল না। যেকোনো ইঙ্গিতকে 'কুপ্রস্তাব' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় কেন?

৩. 'জাপটে ধরে' শব্দটার বাইরে কোনো শব্দ প্রতিবেদক কেন পেলেন না? প্রতিবেদক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহলে 'জাপটে ধরা' বিষয়ে কে তাকে বলেছে? ঘটনাটি রাস্তার, ফলে এমন কাউকে তাঁর পাওয়ার কথা না, যে তাঁকে ঘটনাটির মৌখিক বিবরণ দেবে। থানায় যে জিডি করা হয়েছে, সেখানেও 'জাপটে' শব্দটি নেই।

সংবাদপত্র সবসময় নারীর চিরায়ত ধরন তুলে ধরতে চায়। নারী দুর্বল, তাকে হয়রানি করা হয়, সে হয়রানির শিকার হয়। সে কারণে এই ঘটনাগুলোর সময় নারীর প্রতিবাদের যে স্বর তা কখনোই উঠে আসে না। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে প্রকাশিত সংবাদগুলোয় ইভটিজিং-এর শিকার নারীর কোনো প্রতিবাদের স্বর নেই। তার হয়ে মা-বাবা-নানা-নানি-বড়োভাই-বন্ধু-শিক্ষক প্রতিবাদ করে দেয়। গণমাধ্যম যখন নারীকে এই ক্যারেক্টারের ভিতর বদ্ধ রাখতে চায়, তখন নারী নিজেও সেই সেই আচরণগুলোই করতে চায়। ফতোয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি, ঘরে-বাইরে হয়রানি, নির্যাতন, ইভটিজিং বিষয়গুলোতে নারীর হাজিরা (পত্রিকায় জায়গা পাওয়া অর্থে) যত সহজ, অন্য কোনো কিছুতে ততটা সহজ নয়। পৃথিবীজুড়ে নির্মিত বিজ্ঞাপনচিত্রের মাত্র সাত শতাংশ নারীকে পেশাদার বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করে। আবার যেসব বিজ্ঞাপনে নারীকে কর্মরত দেখানো হয়, সেগুলোতে দেখানো হয় 'মা দুর্গা' হিসেবে, যে কিনা সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে, চাকুরি সবকিছু সামাল দিয়েও অপরূপা। গণমাধ্যমে নেতিবাচক ভাবমূর্তি প্রদর্শনের কারণে নারীরা দ্বিগুণ পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছে। নারী সম্পর্কে ক্রমাগত এ জাতীয় বিকৃত ধারণা নারীকে কেবল স্বল্প বেতনের চাকুরির উপযুক্ত মনে করে, নারীর প্রতি পুরুষের অমর্যাদাপূর্ণ আচরণকে উস্কে দেয় এবং নারীকে 'লিঙ্গগতভাবেই দুর্বল' হিসেবে চিন্তা করতে শেখায়।

উদাহরণ?? পত্রিকার পাতা উলটালে পাঠক আপনিই পাবেন।

উদিসা ইসলাম সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সকালের খবর। udisaislam@gmail.com